গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ঃ নাটক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার ফলশ্রুতি নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্যগুলি। কবি প্রথমে গানকে মাধ্যম করে গীতিনাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং একে একে রচনা করেন বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা এবং কালমৃগয়া। এই নাটকগুলির ঘটনা তথা সংলাপ বিবৃত হয়েছে গানের মাধ্যমে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকটিকে কবি বলেছেন "ইহা সুরে নাটিকা।" 'মায়ার খেলা' নাটকটির প্রসঙ্গে আবার তিনি বলেছেন—

"বাল্মীকি প্রতিভা যেমন গানের সূত্রে নাট্যের, মায়ার খেলা তেমনই নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।"

গীতিনাট্য সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন যে গানকে সার্থকতার সঙ্গে নাট্যকার্যে নিযুক্ত করা যায়।

গানের পর কবি নৃত্যকে নাট্যকার্যে প্রয়োগ করলেন এবং একে একে রচিত হল চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা, নটীর পূজা, শাপমোচন ইত্যাদি। এই নৃত্য নাট্যগুলিতে কবি ভারতের বিভিন্ন নৃত্যশৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং এখানে নৃত্যেরই প্রাধান্য। যেমন "শ্যামা" নৃত্যনাট্যে কথাকলি, মণিপুরি এবং কত্থক নৃত্যশৈলীর এক সার্থক সংমিশ্রণ দেখা যায়। নাটকের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকে অধিকতর সুস্পষ্ট করে অবাঙ্‌মানসগোচর করবার জন্যই কবি গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যভঙ্গিমা তথা দেহছন্দের প্রয়োগ করেন। "রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য অতি উচ্চাঙ্গের এক অভিনব শিল্পরূপ। সংগীত, সাহিত্য, নৃত্য এই ত্রিবেণী সঙ্গমে ইহার অনিন্দ্যসুন্দর রসমন্দির প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যকে গীতরসে এলাইয়া তাহার অন্তরের অনির্বচনীয় মাধুর্যটিকে দেহছন্দের পাত্রে ধরিয়া অনাস্বাদিত চমৎকার এক আহার্য পরিবেশন করিয়াছেন কবি রসিকজনের নিকটে" (রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৪১)।

নৃত্যনাট্যের গানগুলিকে কবি তাই নাচের উপযোগী করে রচনা করেছেন এবং "চিত্রাঙ্গদা" নাটকে তাঁর স্বীকৃতি—

"এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী।"

রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য নিয়ে যে নতুন সৃষ্টির নেশায় মেতেছিলেন, নৃত্যনাট্যে দেখা যায় তারই সার্থক পরিণতি।

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের পার্থক্য ঃ সাধারণভাবে ভাবাবেগপূর্ণ গীতপ্রধান নাটককে বলা হয় গীতিনাট্য। এখানে নাটকের আখ্যানভাগ সুরের মাধ্যমে বিবৃত করা হয়। গীতিনাট্যের গানগুলি কোন বাঁধাধরা শানবাঁধানো রাস্তা ধরে চলে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসেবে এও সেইরূপ, ইহাতে তালের কড়াকড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা। কোন বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে।"

অপরদিকে যে নাটকের আখ্যানভাগ প্রধানতঃ নৃত্যের মাধ্যমে বিবৃত করা হয় তাকেই বলা হয় নৃত্যনাট্য। এ ধরণের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের নানা আঙ্গিকের সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। গীতিনাট্যের একমাত্র উপজীব্য এর সংগীতাংশ, কিন্তু নৃত্যনাট্যে নৃত্যের সঙ্গে গানেরও প্রায় সমপ্রাধান্য থাকে।